সুজন ই-সংবাদ

আসুন সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি

সংখ্যা-২৫ | ১৪ জুন, ২০২০

সম্পাদকীয়:

গত ১১ জুন ২০২০, আমাদের জাতীয় সংসদে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করা হয়েছে। এমন এক সময় এই বাজেট পেশ করা হলো, যখন করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯-এর মহামারিতে সারাবিশ্ব তথা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি চরম বিপর্যয়ের মধ্যে। বিপর্যস্ত এই পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের জাতীয় বাজেট কেমন হওয়া উচিত, তা তুলে ধরার জন্য সুজন-এর উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল একটি গোলটেবিল বৈঠকের। বৈঠকটিতে সুজন নেতৃবৃন্দসহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেছেন। এবারের ই-নিউজ লেটারে গোলটেবিল বৈঠকটির আলোচনার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

‘আসন্ন জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ ও নাগরিক ভাবনা’ শীর্ষক অনলাইন গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত সুজন-এর উদ্যোগে

গত ৯ জুন ২০২০, মঙ্গলবার, সকাল ১১টা – দুপুর ১টা পর্যন্ত, নাগরিক সংগঠন, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর উদ্যোগে অনলাইনে ‘আসন্ন জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ ও নাগরিক ভাবনা’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সুজন-এর সভাপতি এম হাফিজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে ও সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বৈঠকটিতে মূল আলোচনার সূত্রপাত করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষজ্ঞ অভিমত উপস্থাপন করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবি মির্জা আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র সচিব প্রফেসর ড. শামসুল আলম এবং বিশ্বব্যাংক, ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন। সুজন-কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সি আর আবরার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদা, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, গবেষক ও মানবাধিকার কর্মী জনাব একরাম হোসেন, ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী মুসবাহ আলীম, সিলেট জেলা কমিটির সভাপতি জনাব ফারুক মাহমুদ চৌধুরী প্রমুখ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউএনডিপি প্রতিনিধি জনাব ফকরুল আহসান, টেকনো হেভেনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাবিবুল্লাহ করিম, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তুহীন ওয়াদুদ ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সভাপতি এডভোকেট রাশিদা আক্তার শেলী। সুজন-এর আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি ও রংপুর করোনা প্রতিরোধ নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ খন্দকার ফকরুল আনাম বেঞ্জু, গাজীপুর মহানগর কমিটির সভাপতি জনাব মনিরুল ইসলাম রাজিব, চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আখতার কবির চৌধুরী ও রাজশাহী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল আলম মাসুদ। সুজন-ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আমিনুর রহমান টুকুসহ আঞ্চলিক সমন্বয়কারীগণ গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকারের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

বৈঠকটিতে আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এবারের বাজেট হতে হবে কোভিড বাজেট। বাজেটের আকার নয়, ব্যবহারেও জোর দিতে হবে। বাজেটের তিনটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ কীভাবে আহরণ করা হবে, সেই সম্পদ বিভিন্ন সেক্টরে কীভাবে বিতরণ করা হবে এবং বাজেট কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। সম্পদ আহরণের সক্ষমতা অনেক কমে গেছে। রাজস্ব আদায়ের সক্ষমতা বাড়াতে হবে, আওতা বাড়াতে হবে। যদিও আমাদের রাজস্ব ব্যয়ের বেশি সুযোগ নেই। এবারের বাজেটে উন্নয়ন বাজেট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। সেখানে স্বাস্থ্যখাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে। এছাড়া কৃষি, শ্রমঘন খাত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্রশিল্পকেও গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ৫০ লাখ মানুষকে সোশ্যাল সেফটি নেটের আওতায় এনেছে এটা ভালো উদ্যোগ। আমাদের এখন সোশ্যাল সেফটি থেকে সোশ্যাল সিকিউরিটির দিকে যেতে হবে। বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জনবল নিয়োগ দেওয়ায় নজর দিতে হবে। অর্থপাচার রোধে ওভার ইনভয়েসিং এবং আন্ডার ইনভয়েসিং (পণ্যের দাম কম-বেশি ধরে অর্থ পাচার) বন্ধ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) আরও শক্তিশালী করতে হবে। সম্পদ আহরণ বাড়াতে হবে। এর জন্য কর ফাঁকি ও খেলাপি বন্ধ করতে হবে। বাজেটে কৃষি খাত ও শ্রমঘন প্রকল্পকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে।

এবি মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, এ বছরের বাজেটের আকার অবশ্যই বাড়াতে হবে, যদিও ব্যয়ের সক্ষমতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। ঘাটতি মিটানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণের মাত্রা বাড়ানো উচিত হবে না। কারণ এমনিতেই এসব ব্যাংক থেকে সরকার অনেক ঋণ নিয়ে ফেলেছে। সরকার ঘাটতি মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণের মাত্রা বাড়াতে পারে। এছাড়া সঞ্চয়পত্র বিক্রি, বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান এসব থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে পারে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক্ষেত্রে অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ক্রয়, জনবল বাড়ানো, ওষুধপত্র ক্রয়ে ব্যয় বাড়াতে হবে। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি, কৃষি ও শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের অনেক প্রকল্প বাদ দিয়ে ব্যয় কমানো যেতে পারে। বরাদ্দ করা অর্থ সুষ্ঠুভাবে যাতে ব্যয় হয়, দুর্নীতির অনুপ্রবেশ যাতে না হয় এবং জবাবদিহিতা যাতে নিশ্চিত হয় সেদিকে সরকারকে জোর দিতে হবে।

ড. শামসুল আলম বলেন, আমরা একটা দুঃসময় পার করছি। সমস্যা সবার জানা। সরকারও বিষয়টি অবগত। অনেকে চাইছেন করোনায় পুরো দেশে লকডাউন ঘোষণা হোক। কিন্তু পুরো দেশ একসঙ্গে লকডাউন ঘোষণা করলে বিপর্যয় আরও বাড়বে। স্বাস্থ্য খাত প্রথমে কিছুটা ধাক্কা খেলেও দ্রুত সামলে নিয়েছে সরকার। যেভাবেই হোক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেসরকারি খাতের প্রাধান্যে চলে গেছে। তাই এ মহামারি সামাল দিতে শুরুতে সরকারকে বেগ পেতে হয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়বে। এরপর কৃষি খাত গুরুত্ব পাবে। বড় প্রকল্পগুলোর কাজ চলবে। তবে যে সব প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা কম, সেগুলো বাজেটে গুরুত্ব পাবে না।

ড. জাহিদ হোসেন বলেন, আমাদের যে দারিদ্র্য বেড়েছে সেটা কমানো, মন্দা হলেও যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকতে পারে সেজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি ও শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকারের প্রথম সারিতে রাখতে হবে। দুঃখজনকভাবে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়ের সক্ষমতা নেই। প্রতিবছর বাজেটের টাকা মন্ত্রণালয় থেকে ফেরত আসে। বর্তমানে স্বাস্থ্যখাতে আগুন লেগেছে, তাই এ আগুন নিভানোর জন্য আগামী এক বছর কী করা যায় সেটা নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা নিতে হবে।

ড. সি আর আবরার বলেন, বিপুল সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক ফেরত এসেছে, তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি জোর দিতে হবে। তাছাড়া জনগণকে আস্থায় আনার বিষয়ে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

জনাব সঞ্জীব দ্রং বলেন, আদিবাসী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। ঢাকা শহরে প্রায় পাঁচ হাজার আদিবাসী নারী বিভিন্ন পার্লারে কাজ করতো, মহামারির কারণে সবাই এখন কর্মহীন। সরকার তাদের বিষয়েও ব্যবস্থা নেবে বলে আশা করছি।

ড. তুহিন ওয়াদুদ বলেন, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার জন্য যদি বিশেষ ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে সে এলাকার কোনো কাজে আসবে না। রংপুর দেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও বাজেটে এ বিভাগের জন্য বরাদ্দ থাকে অনেক কম। এবারের বাজেটে বিষয়টি বিবেচনায় আসবে বলে আশা করছি।

সঞ্চালক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, বাজেট হচ্ছে আয় ও ব্যয়ের হিসাব। বাজেটের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় স্বাস্থ্যগত জরুরি অবস্থা মানবিক জরুরি অবস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে মানুষের জীবনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে জীবিকার সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে। এই দুটো বিষয়কে বিবেচনা করেই এবার বাজেটের অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে। তিনি আরও বলেন- দেশে দুর্নীতি, স্বজনপ্রতি, লুটপাট এবং দলবাজি মহামারি আকার ধারণ করেছে। যা করোভাইরাসের মহামারিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এসব বন্ধ না করে বাজেটে বরাদ্দ দিয়ে কোনো লাভ নেই। এর সুফল মানুষ পাবে না।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, বাজেট ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না বদলালে কিছু হবে না। বাজেট আলোচনায় জনগণ ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অভিমত ও সুপারিশ প্রতিফলিত করার সুযোগ বর্তমানে নেই। এ ব্যবস্থা না থাকার ফলে আলাপ-আলোচনা করে কখনও সরকারের কোনো প্রস্তাবকে পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। তাই আগে এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সবার মতামত বাজেটে প্রতিফলন করার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: দিলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: সুজন সচিবালয়
আইটি ইউনিট প্রডাকশন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

shujan.org | votebd.org
facebook.com/shujan.bd

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন তরুণ গবেষক আনোয়ার ফরহাদ।